তোরের কাগজ

তারিখ JUL 22 1999
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

43

বোর্ডের বদলে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ফাজিল ও কামিল পরীক্ষা

সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত

কাগজ প্রতিবেদক ঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ফাজিল (স্নাতক) ও কামিল (স্নাতকোত্তর) পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সরকার নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন রিভিউ কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক কামিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় এ তথ্য জানান। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে গত মঙ্গলবার সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

বর্তমানে ফাজিল ও কামিল পরীক্ষা মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কিন্তু প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে ফাজিল ও কামিল পরীক্ষা মাদ্রাসা বোর্ড থেকে সরিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নিয়ে যাওয়ার সুপারিশ করা হয়। পরবর্তী সময়ে শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন রিভিউ কমিটি শিক্ষানীতির এই অংশটি সংশোধনপূর্বক ফাজিল ও কামিল পরীক্ষা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠানের সুপারিশ করে। কমিটি তাদের এই সুপারিশের যুক্তি হিসেবে মাদ্রাসার শিক্ষাক্রম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হিসেবে উল্লেখ করে। রিভিউ কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ফাজিল ও কামিল পরীক্ষা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে নীতিগতভাবে একমত হয়েছে।

সভায় শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এমন অনেক মাদ্রাসা রয়েছে যেখানে বছরের পর বছর ধরে ছাত্র ভর্তি করা হচ্ছে না, পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে না। এসব মাদ্রাসা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। অথচ ঐসব মাদ্রাসাগুলো সরকারি অনুদান পেয়ে আসছিল। মন্ত্রী বলেন, এসব কারণে যেসব মাদ্রাসার স্বীকৃতি বাতিল হয়েছে তারা যদি সরকারি স্বীকৃতির শর্ত পূরণ করে তবে তাদের বকেয়া অনুদানের বেতনভাতাসহ পুনরায় স্বীকৃতি দেওয়া হবে। মন্ত্রী বলেন, কিছু কিছু মাদ্রাসা রয়েছে যারা ৭-৮ বছর ধরে সরকারি স্বীকৃতি নবায়ন করছে না। তিনি বলেন, ঐসব মাদ্রাসা যদি নিজেরাই স্বীকৃতি না চায় তবে সরকারের কি করার আছে।

● এরপর -পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

● প্রথম পাতার পর

সভায় কামিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষরা দুর্নীতির দায়ে ভুয়া মাদ্রাসার স্বীকৃতি বাতিল করার সরকারি পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন। পাশাপাশি অধ্যক্ষরা কিছু ভালো মাদ্রাসা ভুল তথ্যের কারণে ভুয়া মাদ্রাসার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে বলে মন্ত্রীকে জানান। মন্ত্রী তাৎক্ষণিকভাবে তালিকা পুনরায় তদন্ত করে দেখার নির্দেশ দেন। মন্ত্রী উপস্থিত অধ্যক্ষদের আশ্বস্ত করে বলেন, যদি কোনো মাদ্রাসার ক্ষেত্রে এ জাতীয় ভুল হয় তবে ঐ মাদ্রাসার স্বীকৃতি ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

সভায় অধ্যক্ষরা মন্ত্রীকে জানান, বিএনপি সরকারের আমলে ১৯৯৫ সালে দেশের ১০টি থানায় কোনো মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা যাবে না বলে একটি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। অধ্যক্ষরা এই নিষেধাজ্ঞাকে কালো নিষেধাজ্ঞা হিসেবে উল্লেখ করে মন্ত্রীর কাছে তা বাতিলের জন্য সুপারিশ করেন। মন্ত্রী বিষয়টি খতিয়ে দেখে অন্যায় কিছু হয়ে থাকলে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সভায় জানান।

শিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে সভায় শিক্ষা সচিব, মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান, ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের একজন অধ্যাপক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।